23-7-48

মজুমদার স্বামী প্রোডাক্সনের

সর্বহারা

পরিচালনা — সুশীল মজুমদার —

মজুমদার-স্বামী প্রডাকশান্স্-এর নিবেদন

সর্বহারা

(দুঃখীরইমান নাটক অবলম্বনে রূপায়িত)

কাহিনী ও সংলাপ : তুলসীদাস লাহিড়ী

- পরিচালনা : ··· **সুশীল মজুমদার**

আলোকচিত্র-শিল্পী সুধীশ ঘটক

শব্দযন্ত্রী ··· ··· সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগীত-পরিচালনা সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা ··· ··· অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

শিল্প-নির্দেশক ··· গোপী সেন

ব্যবস্থাপনা ··· ··· ননী মজুমদার

রূপসজ্জা ··· ··· অভয়পদ দে

আলোক-সম্পাত ··· এস্, কে, চ্যাটার্জী

- **সহকারীগণ**—

পরিচালনায় : ভুজঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণী গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন দত্ত, মনোজ ভট্টাচার্য, বিমল বসু, সুরেন চক্রবর্তী।
চিত্র-শিল্পে : বিভূতি চক্রবর্তী, নির্মল এবং মুকুল।
শব্দানুলেখনে : জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, কুমার সরকার।
ব্যবস্থাপনায় : যোগেশ মুখোঃ, শ্রীশ রায় চৌধুরী।
আলোক-সম্পাতে : সুধাংশু, বিমল, ভীষ্মদেব, কমল।
সম্পাদনায় : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।
রূপ-সজ্জায় : নারায়ণ, বিজয়, মুন্সীরাম-বৈজুরাম।
স্থির-চিত্রশিল্পী : বিনয় গুপ্ত। স্টিল-ফটো সার্ভিস।
চিত্রাংকনে : দিগেন রায়।
আবহ-সংগীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা।
প্রসেসিং : বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটারী লিমিটেড্।

- কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

একমাত্র পরিবেশক: বাসন্তিকা ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড

রূপায়ণেঃ

রবীন মজুমদার, সুশীল মজুমদার, তুলসী লাহিড়ী, কানু বন্দ্যোঃ (এঃ), লীলা দাশগুপ্তা, নমিতা রায়, উমা মুখোপাধ্যায়, শান্তা দেবী, লী লা ব তী (করালী), কৃষ্ণধন মুখোঃ, জীবন গঙ্গোঃ নৃ প তি চ ট্টো পা ধ্যা য়, ভানু বন্দ্যোঃ (এঃ), নিতাই ভট্টাচার্য, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অ হি সা ন্যা ল, বলাই মুখোপাধ্যায়, আশু বোস, শোভা গোস্বামী, মণি শ্রীমানী, কানাই ভট্টাচার্য মা স্টা র স ত্য, কু ঞ্জ দা স নগেন মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ দত্ত নকুল দত্ত, সত্যেন গোস্বামী, প্রবোধ মুখোপাধ্যায়, বিমল সান্যাল, লাল বিহারী ঘোষ, জয়ন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, কেষ্ট বন্দ্যোঃ জ্যোতি বর্মণ, ডাঃ বি, বোস সুনীল ঘোষ, বিজলী মুখোঃ।

কাহিনী

ধর্মদাস দাগী চোর !
অনেকের বিচারে যেখানে একজন দোষী ব'লে সাব্যস্ত হয়, সে সত্যই দোষী কিনা তখন আর সে প্রশ্ন বড় একটা ওঠেনা ! আজকের দুনিয়া ভদ্রবেশী বর্বরের ; বৈমাত্রেয় বড় ভাই রঘুনাথ সেই দুনিয়ার মানুষ, যেখানে মানুষের সারল্যের সুযোগ নিয়ে বঞ্চকের দল মাথা তুলে দাড়ায় ! রঘুনাথের শাঠ্যে সরল ছোটভাই ধর্মদাস হয় বঞ্চিত ! রঘুনাথের কাছে গচ্ছিত ধর্মদাসের মায়ের গহনাও দীনু চোরের সাহায্যে হয় হৃত—ধর্মদাস হয় বঞ্চিত অথচ গহনা যায় রঘুনাথের ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডারে—এরপরও রঘুনাথের ষড়যন্ত্রে ধর্মদাস কারাবরণ ক'রতে বাধ্য হয়। জেলে ব'সে দীনু চোরের কাছে গহনা চুরির কাহিনী শোনে ধর্মদাস ; জেল থেকে বেরিয়ে মৃতপ্রায় শিশুপুত্রকে মৃত্যুশয্যায় ফেলে সে ছোটে রঘুনাথের কাছে, মায়ের শেষদান সেই

গহনাকটি উদ্ধারের আশায়, রঘুনাথের চক্রান্তে ধর্মদাস আবার কারাবরণ করে—ফলে সে সাব্যস্ত হয় দাগী চোর ব'লে।

গ্রামের সংরক্ষণী সমিতির যুবকেরা রাত্রে খবরদারি ক'রে বেড়ায়, এবং কিছু বেশীমাত্রায় করে ধর্মদাসের বাড়ীর সামনেই—ধর্মদাস বিরক্ত হয়, হয়ত প্রতিবাদও করে; আজ সকলের বিচারে সে যে দাগী চোর; তাই তার সব প্রতিবাদের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়ায় যুবশক্তি—এইখানে আসেন মাষ্টার মহাশয়—দরিদ্রের যথার্থ বন্ধু, প্রবঞ্চিতের প্রকৃত আশ্রয়—

তিনি সান্ত্বনা দেন ধর্মদাসকে ও তার স্ত্রী 'বিলাতি-কে'। এরপর ক'লকাতা থেকে আসে বিলাতির হারানো বোন ন্যানো, গ্রামের লম্পট জমিদার বিপুল রায়ের দৃষ্টিপথে প'ড়ে যায় একদিন; বিপুলের মনে বিদ্যুতের মত জ্ব'লে ওঠে লালসার আগুন—সে আহ্বান করে ন্যানোকে—ন্যানো সে প্রত্যাখ্যান ক'রে চলে যায় গ্রাম ছেড়ে—বিপুলের রক্ষিতার ছেলে পাগল প্রসাদ আসে বিপুলকে হত্যা ক'রতে—সে বলে—চরম অপরাধি তুমি—আমার মায়ের সারল্যের সুযোগ নিয়ে তার ওপর কলঙ্কের বোঝা চাপিয়েছ'।

মাষ্টার আসেন বিপুলের প্রাণরক্ষায়—প্রসাদ হয় নিরস্ত।

এরপর আবার ধর্মদাস গ্রেপ্তার হয় চুরির অপরাধে। নিজের ঘরে সিঁধ দিয়ে রঘুনাথ নিজের বন্দুক চুরি ক'রে সে-দোষ সরল ধর্মদাসের ঘাড়ে চাপায়—আর বৃদ্ধ জামাল অভিযুক্ত হয় চাল চুরির অভিযোগে—
আবার কি ধর্মদাসের কারাদণ্ড হোল?
না—সে নিষ্কৃতি পেল?

ছবিতে সে প্রশ্নের শেষ সমাধান আছে—!

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই যে প্রবঞ্চিতের, এই যে সর্বহারার আর্তনাদ আজ সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে—এই অন্যায়ের প্রতিবিধান চাই—এই দাবীর কথা নিয়েই সর্বহারার কাহিনী ; এ প্রশ্নের সমাধান কোথায় ? ... ...

গান

[১]

মোর মন যারে চায়,
না পাইনু তাহারে
মইনু পীরিতির জ্বালায়।
ভুলিয়া মন দিয়া, এলায়—কান্দি বসি একেলায়॥
পরাইনু পীরিতি তায়, সাধের দোতারায় হায়।
বিচ্ছেদ মরিচা ধরিল তায়,
বান্ধা না হইতে বেসুর,
তার, যে তার ছিড়িয়া যায়॥
হামরা দোন জনে হায়,
আনা গোনা করিয়া মইনু,—পীরিতের জ্বালায়,
মধ্যে আছে বিচ্ছেদ নদী,
সেত না শুকায় রে বন্ধু,—সেত না শুকায়॥
রাইতে কান্দে চকা-চকি থাকি গাঙ্গের দুই পাড়ে,
সাঁতারিয়া পার হইতে নারে,
দিনে আলো হইলে জলে,
সুখেতে ভাসি বেড়ায়।
দুঃখের শেষে, সুখ যে আইসে,
সময় হইলে হায়॥

(তুলসী লাহিড়ী)

[২]

সুন্দরী লো মাই
নাইদারী লো মাই
চোখের পানি মুছিয়া হাসেক
খানিক দেখি যাই।
বন্ধুরে মোর ধরিবা পলায়
ওরে, দিনি রাইতে মরি সেই জ্বালায়,
পাঞ্জর কাটি লুকেয়া থুবার চাই
ভয়োতে ডরোতে সদায়
হাতাশ খাই॥

(তুলসী লাহিড়ী)

[৩]

ফুল কলিরে কয় কাল ভ্রমর,
ও তোর রূপ দেখিয়া, পাগল হয়া
হয়াছি যে চোর।
কয় কলি হায়, তোর তরে রূপ মোর,
বুকের মধু আছে বঁধু
না হইও কাতর॥
দিনের আলো নিভিয়া আইল কয় ভ্রমর,
কলি কয় হায়, ঝরার পালা
আইল বুঝি মোর॥

(ও) তোর রূপ দেখিয়া,—পাগল হয়া
হয়াছি যে চোর।
মন, দেওয়া নেওয়া খেলা করি,
দিন মান করিমো ভোর॥

(তুলসী লাহিড়ী)

[৪]

(ও) চাঁদ বদনি, পর পর, পর চান্দির হার
নয়ন ভরি দেখি আমি, ঐ চাঁদ মুখের বাহার।
বাঁশের ঝাড়ের আড়ে যেমন সাঁঝের তারা জ্বলে
সুন্দর সিন্দুরের টীপ, তোমার কপালে,
তোমার কাজল চোখের, মেঘের ছায়ায়,
না জুড়ায় পরাণ কাহার॥
কাসিয়া ফুল হাসিয়া দোলে, গাঙ্গে আইলে ঢল,
তোমার মুখে ফুটুক হাসি, হামার চোখে জল।
আকাশ থাকি আনি তারা, বনে থাকি ফুল,
সাজেয়া দেখিতে তোরে, পরাণ আকুল,
গড়েয়া ভাঙ্গি, ভাঙ্গিয়া গড়ি,
দিন মান কাটে হামার॥

(তুলসী লাহিড়ী)

[৫]

মেলে চোখ দেখনা চেয়ে, ঘুর্ণী আঁধি এল ধেয়ে,
চুরমার করবে এবার, ঘর বাড়ী দ্বার, সামাল সামাল।
দানবের বলের বড়াই, দুনিয়ায় আনল লড়াই,
তাই, কাঁপিয়ে ভুবন, দাপিয়ে বেড়ায় মহামারী কাল,
সাথে, তার দারুণ আকাল, মেলেছেরে জাল,
হাসছে হাসি বিকট ভয়াল॥
সোণার ফসল ভুলে তুলে, দিসনে শঠের করে,
হাহাকারের কাল কলরোল, উঠবে ঘরে ঘরে,
রে ভাই উঠবে ঘরে ঘরে॥
বুঝে ভাই ন্যায়ের ফাঁকি, চিনে নে নকল মেকী,
যারা, বাগিয়ে ভুঁড়ী, হাঁকায় জুড়ী, ঠকিয়ে চিরকাল,
আজ তারাই মুখোস প'রে, ঘুরছে ফেরে,
মারছে গরীব, সেজে দয়াল॥

(তুলসী লাহিড়ী)

বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী হাম,
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ওদুটি চরণ
সদা নিয়ে রাখি বুকে ॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা,
আমারি কেবল তুমি।
আমার পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি ॥

বঁধু, শিশুকাল হইতে মায়ের সোহাগে
সোহাগিণী বড় আমি।
সখিগণ মোর জীবন অধিক,
পরাণ বঁধুয়া তুমি ॥

আমার নয়নের অঞ্জন, অঙ্গেরি ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চাঁদা,
জ্ঞানদাসে কহে কালিয়া পিরীতি
আমার অন্তরে অন্তরে বাঁধা ॥

(৺জ্ঞানদাস)

বাসন্তিকা ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেডের পরবর্তী আকর্ষণ,
হীরেন বসু প্রডাক্সনের প্রথম হিন্দী চিত্র !

প্রখ্যাত শিল্পী সমন্বয়ে গঠিত। কলিকাতার অভিজাত
চিত্র-গৃহে মুক্তি-প্রতীক্ষায়।

মজুমদার-স্বামী প্রডাকসান্স, ৮, রিচি রোড, বালিগঞ্জ হইতে প্রচার-সচিব সুধীরেন্দ্র সান্যাল, কর্তৃক সম্পাদিত এবং বাসন্তিকা ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড, পি, ৩১, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। শ্রী গোপাল রায় কর্তৃক নাভানা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিঃ, পি-১৬, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

দুই আনা